তারিখ ...15 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

যুগান্তর

বরিশাল মানিক মিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়

পদ্ধতি ভালো হলেও সুফল পেতে সময় লাগবে

প্রাচুর্য রানা, বরিশাল ব্যুরো

সৃজনশীল পদ্ধতিকে খুবই ভালো বলছেন বরিশাল মানিক মিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। কিন্তু এ পদ্ধতির সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক, অবকাঠামো ও আসবাবপত্র সংকট রয়েছে বলে জানান তারা। ফলে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে যথেষ্ট সময় লাগবে বলে মনে করেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আ ব তোফাজ্জল হোসেন জানান, যে কোনো নতুন পদ্ধতি এলে প্রথমে কিছুটা সমস্যা হয়। সৃজনশীল পদ্ধতির বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি যেমন শিক্ষার্থীদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তেমনি শিক্ষকরাও ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। শিক্ষকরা না বুঝলে শিক্ষার্থীদের কীভাবে বোঝাবেন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত হতে হবে। তিনি বলেন, মেধা সবার মধ্যেই আছে। কিন্তু এর বিকাশ প্রয়োজন। সৃজনশীল পদ্ধতির মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটবে। তবে তোফাজ্জল হোসেন জানান,

লাগবে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

লাগবে : সময়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও অবকাঠামো সংকটের কথা। মঞ্জুরীকৃত ১৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ৪টি পদই রয়েছে শূন্য। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ বিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষক ছিল না বলেও জানান তিনি। জীব বিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের ক্লাস নিতেন। যার ফলে বরাবরই শিক্ষার্থীরা গণিতে খারাপ রেজাল্ট করেছে। তবে বর্তমানে এখানে একজন বিএসসি গণিত শিক্ষক রয়েছেন।

তিনি জানান, গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় এ বিদ্যালয় থেকে ৮০ ভাগের বেশি শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলেও এ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে মাত্র ৬০ ভাগ শিক্ষার্থী। ফল বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি। এছাড়া সব শিক্ষক সৃজনশীলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও নেই কোনো মাস্টার ট্রেইনার। তিন বলেন, অনেকেই প্রশিক্ষণ শেষে শুধু অর্থটাই (সম্মানি) নিয়ে ফেরত আসেন। প্রশিক্ষণের মূলমন্ত্র ক্লাস পর্যন্ত আসে না। শিক্ষকদের এ মানসিকতা থেকে বেড়িয়ে আসার পরামর্শ দেন তিনি।

তবে সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর পর শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আগ্রহ বেড়েছে বলে মন্তব্য করেন ইসলাম ধর্ম বিষয়ের শিক্ষক মো. মাইনুদ্দিন। তিনি বলেন, এখন প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে শুধু মুখস্থ বা নকল করার কোনো উপায় নেই। মূল বই শিক্ষার্থীকে পড়তেই হবে।

শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের কথা জানান জীব বিজ্ঞানের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অনিলকৃষ্ণ মণ্ডল। তিনি জানান, শিক্ষকরা তাড়াতাড়ি কোনো বিষয় বুঝতে পারেন, কিন্তু শিক্ষার্থীদের বুঝতে অনেক সময় লাগে। ফলে অনেক সময়ই সিলেবাসের সব বিষয় ক্লাসে পড়ানো সম্ভব হয় না। এছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য যেখানে ব্যবহারিক ক্লাস ও সরঞ্জামেরই অভাব রয়েছে প্রকট। সেখানে সব ক্লাসের শিক্ষার্থীদের দলীয় ও ব্যবহারিক ক্লাস করানোর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর চিন্তা করাও দুরূহ।

শিক্ষক ও অবকাঠামো সংকটের কথা স্বীকার করেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. হোসেন চৌধুরী। তিনি বলেন, শিক্ষকরা আরও বেশি প্রশিক্ষণ পেলে শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করতে পারত।

কাল ছাপা হবে : আগৈলঝাড়া শ্রীমতি মাতৃমন্দির বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়